লিগ জয়ের উৎসবে দেখা নেই সমর্থকদের

বোনাসের টাকা আটকাল আইনি গেরোয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ একদিনেই উধাও মোহনবাগানের লিগ জয়ের আবেগ। এদিন অবশ্য ক্লাবে পতাকা উত্তোলন, ফুটবলারদের ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ, কেক কাটা, মিষ্টি বিতরণ থেকে কর্তাদের উল্লাস–আবেগ সবই ছিল। কিন্তু যাদের থাকার কথা, তারাই অনুপস্থিত। মাত্র একদিনের মধ্যে সমর্থকদের যাবতীয় আবেগ উধাও। এদিন প্রায় ফাঁকা ক্লাবে দাঁড়িয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সারলেন কোচ–কর্তা–ফুটবলাররা।

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ক্লাবে পতাকা উত্তোলন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুরু হতে হতে প্রায় ১১টা বেজে যায়। কোচ শংকরলাল চক্রবর্তী অবশ্য সকাল–সকালই এসে যান। ক্লাব সচিব অঞ্জন মিত্র থেকে বাকি কর্তারাও সকলে পৌঁছে যান সময়মতো। কিন্তু যাদের নিয়ে উৎসব সেই ফুটবলাররা একে একে এসে পৌঁছোতে শুরু করেন ১০ টার পর থেকে। তাছাড়া সমর্থকরা আসবেন ভেবেও হয়তো কিছুটা দেরি করা হয়। কিন্তু দেখা গেল, মাঠে অনুশীলন করা কিছু খুদে ছাত্র ফুটবলার ছাড়া সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাই ভিড় করেছেন। আর সমর্থকদের মধ্যে দু–চারজন ছাড়া প্রায় কেউই ছিলেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত ঝগড়া করলেও কোনো ফ্যান ক্লাবকে একটা ছোটো ফুলের তোড়া

লিগ জয়ের আনন্দে কেক কাটা হচ্ছে বাগান তাঁবুতে। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

হাতেও ক্লাব তাঁবুতে নজরে পড়েনি। ফুটবলারদের মানসিকতাও দেখা গেল যেন দ্রুত অনুষ্ঠান সেরে ফিরে যেতে পারলে বেঁচে যান। তারই মধ্যে হেনরি বলে গেলেন, 'কলকাতা লিগ জয় একটা দারুণ অনুভূতি। আজ এই জয়ের জন্য একটা ছোট্ট সেলিব্রেশন হল। বিশেষ করে মিষ্টিটা (রসগোল্লা) দারুণ লেগেছে আমার। পরবর্তী প্রতিপক্ষ মহমেডান যথেষ্টই শক্তিশালী দল। প্রতিটি ম্যাচই খুব কঠিন। আপাতত আমাদের লক্ষ্য অপরাজিত থেকে লিগটা শেষ করা। ব্যাক্তিগতভাবে আমি কখনোই হার মানতে পছন্দ করি না। তাই দ্রুত আত্মসমর্পণ করি না বলেই হয়তো গোকুলাম থেকে এখানে এসে মানিয়ে নিয়ে ভালো খেলতে পেরেছি।' এখন থেকেই আই লিগ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন বোঝা গেল যখন বললেন, 'এরপর আমরা আই লিগে ফোকাস করতে চাই। ওটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের একটা টুর্নামেন্ট। কঠিন বা সহজ প্রতিপক্ষ বলে কিছু হয় না। কিন্তু কোচের স্ট্র্যাটেজি বা খেলানোর ধরনটা হয়তো বদলে যায়। আমি নিশ্চিত আমাদের কোচ সেইমতো পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছেন।' কোচের পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই সম্ভবত এদিন থেকেই দেখা গেল কিনোয়াকি ইউতা অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন জোরকদমে।

আই লিগের জন্য শংকরলাল চক্রবর্তী অবশ্য তার ভাবনাচিন্তা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। দু–একদিনের মধ্যেই ক্লাব কর্তা বা ডিরেক্টরদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন দল নিয়ে। সচিব অঞ্জন মিত্রও বলেন, 'ফুটবলারদের এই মাসের বেতন আশা করছি ১৫ তারিখের মধ্যে দিয়ে দিতে পারব। তারপর কোচকে নিয়ে ফুটবল দলের কর্তারা আলোচনায় বসবো। সেখানেই আরও যে দুজন বিদেশি নেওয়া হবে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে এবং বাকি কারা বাদ যাবে নতুন কারা ঢুকবে সেসবই আলোচনা হবে।' আপাতত এই মাসের বেতন দিয়ে দিতে পারলেও স্পনসরবিহীনই থাকল মোহনবাগান। অঞ্জন মিত্র এদিনই জানিয়ে দিলেন, 'আমাদের ইনভেস্টার হিসেবে স্ট্রিমকাস্ট ক্লোজড চ্যাপ্টার। কারণ ওদের মতো অত বড়ো একটা কোম্পানিকে নিয়ে কাটাছেঁড়া হোক এটা ওরা পছন্দ করছে না।' এতকিছুর মধ্যে অবশ্য ক্লাবের তরফে ফুটবলারদের বোনাস দেওয়া নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়েছে। বুধবার লিগ জয়ের পরে সভাপতি টুটু বসু ২ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে ফুটবলারদের উপহার দেবেন বলার পরে অঞ্জন মিত্রও জানান, তারা প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা দেবেন। কিন্তু এদিন সেই টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আদালত নিযুক্ত বিচারপতিরা সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে যতক্ষণ না নির্দেশ দিচ্ছেন ততক্ষণ একটা টাকাও দেওয়া সম্ভব নয় অঞ্জন মিত্রদের পক্ষে। এই বিষয়ে তার মন্তব্য, 'আমরা সবসময়ই চাই খেলার মাঠে সুস্থ পরিবেশ থাক। আইনি জটিলতার জন্য আজ ফুটবলারদের বোনাসের টাকাটা দিতে পারলাম না। আশা করছি শনিবারের মধ্যে দিয়ে দিতে পারব।'

এদিন তাই অনুষ্ঠান হল সাধারণ ভাবেই। সচিব অঞ্জন মিত্র, কোচ শংকরলাল চক্রবর্তী ও অধিনায়ক শিলটন পাল একসঙ্গে পতাকা উত্তোলন করেন। একটা ঢাউস কেক কাটা ছাড়া ফুটবলারদের উত্তরীয় এবং ফুলের তোড়া হাতে তুলে দেওয়া হয়। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সচিব অঞ্জন মিত্র ফুটবলারদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আমরা একবার জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে শেষ ম্যাচ ছিল ডার্বি। সেটা ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে যাই। তাই সামনে মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচে সতর্ক থাকতে হবে। তোমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তার ফল পেয়েছ। শেষ ম্যাচে এবার অপরাজিত থেকে শেষ করতে হবে।' শেষপর্যন্ত আগামী মঙ্গলবার মোহনবাগান অপরাজিত থেকে লিগ শেষ করতে পারলে সেটাও হবে এই নবীন কোচ এবং তার অতি অনভিজ্ঞ দলের পক্ষে একটা মাইলস্টোন।

সাফল্য পেলে দায়িত্ব, কর্তব্যও বাড়ে : শংকর

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ একদিনেই বদলে গিয়েছে দুনিয়াটা। যদিও তিনি আগের মতোই শান্ত এবং স্বাভাবিক। কথা বলার সময়ে সেই আগের মতোই খাদে নামানো গলা। তবে প্রতিটি কথার মধ্যেই যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস, তা বোঝা যায়। মোহনবাগানের কোচ হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন বছর তিনেক আগে। আর একেবারেই এককভাবে দায়িত্ব নিয়ে মাত্র দেড় বছরে ঘরে ট্রফি তোলার পরে তাকে নিয়ে মাতামাতি গতরাত থেকে কম নয়। তবে আপাতত তিনি যে এই লিগ জয়কে ঝেড়ে ফেলে আই লিগের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরলেন–

প্রশ্ন ঃ গতরাত থেকে কি জীবনে বদল এল? প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রথম সোপান তৈরি হল এটা নিজেই বলেছেন। এখন থেকে কি দায়িত্ব, কর্তব্য বেড়ে গেল?

শংকরলাল ঃ এতদিন কোচ হিসেবে জিতেছি, হেরেছি অনেক কিছুই হয়েছে। কিন্তু কেউ ভাবত না সেসব নিয়ে। কিন্তু ট্রফি একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় যেকোনো কোচের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই কাল যখন ট্রফি জিতলাম তারপর থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই বেড়ে গেল। এবার আমরা যে ট্রফিটা খেলতে যাব, সেটার সঙ্গে কলকাতা লিগের বিস্তর তফাত আছে। পরিবেশ–পরিস্থিতি সবই আলাদা। এবার আমি ক্লাবের সঙ্গে বসব। দলে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। কিছু ফুটবলার বাদ যাবে, কিছু ফুটবলার নিতে হবে। কে ঢুকবে না ঢুকবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রত্যাশা বাড়বে। এটা স্বাভাবিক, কারণ সাফল্য এসেছে। কিন্তু মাথা না ঘুরিয়ে নিজের কাজে ফোকাসটা ঠিক রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আই লিগে কোন কোন বিভাগে উন্নতি করতে হবে বলে আপনার মনে হয়?

শংকরলাল ঃ রক্ষণে আরও জোর দিতে হবে। সেটা শুধু ব্যাক ফোর নয়, ফয়োয়ার্ড ডিফেন্ডিংও ঠিক করতে হবে। তাছাড়া আমাদের মিস পাসও হয়ে যাচ্ছে। এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা দরকার। আই লিগে এত মিস পাস করলে খেলা মুশকিল।

প্রশ্ন ঃ মাঝমাঠে কি একজন অভিজ্ঞ ফুটবলার দরকার বলে মনে করেন?

শংকরলাল ঃ মিস পাস কিন্তু শুধু মাঝমাঠে নয়, সবাই করছে। দলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার লাগবে। তবে ইউতার আসাটা আমার কাজ সহজ করেছে। পরিকল্পনা আছে আরও একজন মিডফিল্ডার নেওয়ার। দু'জন বিদেশি আরও পাব। আমার দু'জন বিদেশি স্ট্রাইকার আছে বলে আর একজন স্টপার নেব।

প্রশ্ন ঃ সনিকে ফিরিয়ে আনার কোনো পরিকল্পনা আছে?

শংকরলাল ঃ ও কেমন আছে জানি না। ক্লাবের সঙ্গে বসে সব ঠিক করতে হবে। ক্লাবের আর্থিক সমস্যার দিকটাও দেখতে হবে যেমন, তেমনই ও ফিজিক্যালি কী অবস্থায় আছে সেটাও দেখা দরকার। তবে ও তো মোহনবাগানেরই ছেলে হয়ে গিয়েছে। তাই ও ফিট থাকলে বা সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে অবশ্যই ওকে নিতে চাই।

প্রশ্ন ঃ আগের কোচের পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে এসে আপনি কি আরও বেশি আক্রমণাত্মক হওয়ার কথা ভেবেছেন?

শংকরলাল ঃ এক একজন কোচের একএকরকম ভাবনাচিন্তা। এভাবে তুলনা করা যায় না। আমি আমার মতো করে ভাবি। নির্ভর করে সেই কোচের হাতে কীরকম ফুটবলার আছে তার উপরেই নির্ভর করে তার ফুটবল দর্শন। আমার হাতে যেহেতু আক্রমণাত্মক ফুটবলার বেশি আছে তাই সেরকমই খেলার কথা ভেবেছি।

প্রশ্ন ঃ আই লিগেও কি এই তিন ডিফেন্ডার নিয়ে খেলার কথা ভাববেন? ময়দানে এই সাহস কেউ দেখায়নি।

শংকরলাল ঃ সুখদেবের না থাকা টেকনিকালি ধাক্কা। কারণ, হাতে কোনো স্টপার না থাকা। চালিয়ে দিয়েছি। গুরজিন্দারকে স্টপারে খেলাতে গিয়ে দেখেছি বিপদ হতে পারে। তাই তিন ডিফেন্ডারে খেলেছি। আই লিগেও এটা প্রয়োজনে দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আই লিগের আগে কি পরিকল্পনা? শোনা যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল স্পেনে যাবে প্রাক্ মরশুম প্রস্তুতির জন্য। আর আই লিগে সহকারী নেবেন?

শংকরলাল ঃ ১৮–র পর দশদিন ছুটি দেব। এক মাস প্রস্তুতি নেব। কোনো ম্যাচ খেলব না। গতবার খেলতে গিয়ে দেখেছি দশদিন সময় নষ্ট হয়। যা হবে এখানেই হবে। প্রস্তুতি ম্যাচ এখানেই খেলব। আর আমাদের আর্থিক সামর্থ্য কম। তাই স্পেনে (মুচকি হেসে) যাওয়া সম্ভব নয়। আর আমি দুর্গাপুর–দিঘা যেতে চাই না। ইউথ ডেভেলপমেন্টে নাসিম আলিকে নেব।

প্রশ্ন ঃ গতরাত থেকে ব্যাক্তি শংকরলাল কতটা বদলেছেন?

শংকরলাল ঃ আমি তো কিছু বুঝছি না। একই তো আছি। এখান থেকে বাড়ি গিয়েছি। তারপর ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি করে সেটাই করছিল বলে ওদের নিয়ে ললিপপ কিনতে গেলাম। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর তো সকালে আবার ক্লাবে চলে এসেছি। ভৌমিকদা ফোন করেছিলেন। সঞ্জয়দার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছে। একইরকম সবকিছু। উনি ফিরলে একদিন দেখা করে আবার আগের মতো গল্প করব। তারপর ২৮ তারিখ থেকে আবার আই লিগের প্রস্তুতি।

ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে–অফ

জকো নেই, সার্বিয়াকে হারানোর স্বপ্ন ভারতের

বেলগ্রেড, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের আশা–ভরসার নাম নোভাক জকোভিচ। চমকে যাওয়ার কিছু নেই। ভারতীয় টেনিস শিবিরে স্বস্তি এসেছে জোকারের সিদ্ধান্তে। সদ্য ইউএস ওপেন খেতাব জেতা জকোভিচ সরে দাঁড়িয়েছেন ডেভিস কাপের টাই থেকে। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে তাদের দেশে গিয়ে ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে–অফ রাউন্ডের ম্যাচে খেলবে ভারত। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা তিনদিনের যে টাই থেকে বিশ্রাম চেয়ে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জকোভিচ। অপর সার্বিয়ান সিঙ্গলস খেলোয়াড় তথা বিশ্বের ৩৩ নম্বর ফিলিপ ক্রাজিনোভিচও একই কারণে সরে দাঁড়িয়েছেন। সার্বিয়ার দুই সেরা সিঙ্গলস খেলোয়াড় না থাকাতেই টাই জিতে ওয়ার্ল্ড–গ্রুপে স্থান না পাওয়ার দীর্ঘদিনের খরা কাটানোর স্বপ্ন দেখছে ভারতীয় দল। অভিজ্ঞতার ভরে যে কাজটা করতে চাইছে ভারত। কারণ, সার্বিয়ার হয়ে খেলতে নামতে চলা খেলোয়াড়দের ডেভিস কাপে মিলিত ম্যাচ খেলার সংখ্যাটা যেখানে মাত্র ১৪, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা ৪৩।

সদ্য এশিয়ান গেমসে সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জজয়ী প্রজনেশ গুণেশ্বরণের ফর্মও ভরসা জোগাচ্ছে জিশান আলি–মহেশ ভূপতিদের। চিনের বিরুদ্ধে আগের টাইয়ের নির্ধারক ম্যাচেও প্রজনেশের ম্যাচ জেতার সুবাদেই ওয়ার্ল্ড–গ্রুপে স্থান পাকা করেছিল ভারত। জকোভিচের না থাকা প্রসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রজনেশ সোজাসুজি জানিয়েছেন, 'নোভাক খেলছে না। তাই বাকি কাউকে হারানোটা মুশকিল নয় আমাদের কাছে। লড়াইটা নিঃসন্দেহে কঠিন, তবে নিজেদের সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' নন–প্লেয়িং অধিনায়ক মহেশ ভূপতিও মনে করেন, 'নোভাক নাম প্রত্যাহার করায় টাই জেতার ব্যাপারে আমাদেরও একইরকম সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশ্বাস রাখি আমরা জিততে পারব।' এমনিতেই সার্বিয়ায় গিয়ে অ্যাওয়ে টাইটা বেশ শক্ত হতে চলেছে ভারতের পক্ষে। যেখানে ভারতীয় দল পৌঁছে গেলেও এখনও দলের সঙ্গে যাননি দেশের একনম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় ইউকি ভামরি ও রোহন বোপান্নার এশিয়াড সোনাজয়ের ডাবলস সঙ্গী দ্বিভিজ শরণ।

প্লে–অফে নামার আগে ফোটোশুটে ভারতীয় দল।

প্রজনেশ ছাড়া ভারতের হয়ে সিঙ্গলসে খেলতে নামবেন রামকুমার রামনাথন। মাঝে বেশ কিছু বড়ো ম্যাচ জিতলেও রামকুমার প্রয়োজনীয় ধারাবাহিকতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশ্বের ১৩৬ নম্বর রামকুমার তার থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকা লাসলো জেরের (৮৬) বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে অভিযান শুরু করবেন। পরের সিঙ্গলসে সার্বিয়ার ডেভিস কাপ টাইয়ের সিঙ্গলসে সেরা খেলোয়াড় ডুসান লাজগোভিচের (৫৬) বিরুদ্ধে নামবেন প্রজনেশ। চারটি সিঙ্গলসই যে টাইয়ের ভাগ্য গড়ে দেবে সেটা জেনে কঠিন কাজটার জন্য খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দিয়েছেন কোচ জিশান আলি। হাঁটুর চোটের জেরে দেশের সেরা সিঙ্গলস খেলোয়াড় ভামরির না থাকাটা ভারতীয় দলকে ভোগাবে না বলেই আশাবাদী তিনি। গত চারবছরে টানা সার্বিয়া (২০১৪), স্পেন (২০১৫), চেক প্রজাতন্ত্র (২০১৬) ও কানাডার (২০১৭) কাছে হেরে এই ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে–অফ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল ভারতকে। জকোভিচহীন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সেই চাকা এবারে ঘোরে কি না, সেটাই দেখার।

হাঁটুর চোট সারাতে মুম্বই যাচ্ছেন স্বপ্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাঁটু ও পিঠের চোট সারাতে মুম্বই পাড়ি দিচ্ছেন অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মন। তাঁর হাঁটুতে মেনিসকাস গ্রেড থ্রি পর্যায়ের চোট আছে। আর পিঠের নীচের অংশে ব্যথাও কম ভোগাচ্ছে না। যার ফলে হাতছাড়া হতে পারত এশিয়াডের সোনা। এ প্রসঙ্গে স্বপ্না বলেন,'গণেশ পুজো মিটে গেলে ২৪ তারিখ মুম্বই রওনা হওয়ার কথা। সেখানে বেশকিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর বোঝা যাবে যে অস্ত্রোপচারের দরকার আছে কি না। না হলে রিহ্যাবের মাধ্যমেই সেরে যাবে।' জাকার্তায় এশিয়ান গেমসে পুরোনো চোটের পাশাপাশি দাঁতের যন্ত্রণাও একসময় এতটা তীব্র হয়েছিল যে ইভেন্টে না নামার কথা ভেবেছিলেন স্বপ্না। সেরকম অভিজ্ঞতা যাতে না হয় সে জন্য পরিকল্পনা করে এগোতে চাইছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে স্বপ্না বলেন, 'ফের মাঠে নামার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে চাই। এশিয়া কাপে সোনা জয়ের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এখন যেহেতু হাতে সময় রয়েছে তাই চিকিৎসা করাব। না হলে চোটের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।' কোচ সুভাষ সরকারও একই মত প্রকাশ করেছেন এদিন। তিনি বলেন,'পরপর দুটো এশিয়ান গেমসে সোনা জয় লক্ষ্য আমাদের। তার আগে অবশ্য অলিম্পিক রয়েছে। যার যোগ্যতামান ৬২০০ পয়েন্ট। ফলে চোট সারিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের সেই লক্ষ্যের দিকে এগোতে হবে।'

অনুমোদন নেই বার্সেলোনা লেজেন্ডস ম্যাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বার্সেলোনা লেজেন্ডস ম্যাচ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিই নেননি আয়োজকরা। ফলে তাদের এই ম্যাচ করতে দিচ্ছে না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। নিয়মানুযায়ী এরকম কোনো ম্যাচ করতে গেলে ফিফা, এএফসি, ফেডারেশন এবং আইএফএর অনুমোদন লাগে। যা জানাই ছিল না আয়োজকদের। তাছাড়া ২৯ তারিখ আইএসএলের উদবোধন যুবভারতীতে। ম্যাচ হওয়ার কথা ২৮ সেপ্টেম্বর। এটিকে সহযোগীতা করবে বলে জানালেও ওই সময়ে টুর্নামেন্টের আয়োজক রিলায়েন্স মাঠের দখল ছাড়তে রাজি নয়।

তবে আপাতত ফেডারেশন এবং এফএসডিএল রীতিমত ক্ষীপ্ত কৌশিক মৌলিকসহ আয়োজকদের উপর। তাদের কাছে অনুমতি না নিয়ে কিভাবে ম্যাচের আয়োজন কিভাবে করা হচ্ছে তা জানতে চান ফেডারেশন সচিব কুশল দাশ। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন আয়োজকরা। অনুমতি চেয়ে একটি চিঠি পাঠাতে বলা হলে মোহনবাগানের এক কর্মচারির হাত দিয়ে তা পাঠানোয় আরও বিরক্ত হন ফেডারেশন সচিব। তিনি জানান, আইএফএ যদি রাজি হয় একমাত্র তবেই নিয়মানুযায়ী ৫ লাখ টাকা ফেডারেশনে জমা দিয়ে অনুমোদন দেওয়া হতে পারে। কিন্তু আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, তিনি এই বিষয়ে অন্ধকারে। তাই এই বিষয়ে জড়াতে চান না। ফলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিশাল কোনো দীর্ঘটনা না ঘটলে এই ম্যাচ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

মেরি কম, সরিতার পদক নিশ্চিত

গ্লিউইস (পোল্যান্ড), ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ১৩তম আন্তর্জাতিক সিলেসিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক নিশ্চিত করলেন মেরি কম ও সরিতা দেবী। ভারতীয় দুই তারকা বক্সারই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়ায় পদকনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ও এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী সরিতা চেক প্রজাতন্ত্রের আলেনা সেজিকে ৫–০ ফলে উড়িয়ে শেষ চারে স্থান পাকা করেছেন। ৬০ কেজি বিভাগের প্রথম রাউন্ডেও দাপটের সঙ্গে কাজাখস্থানের আইজান খোজাবেকোভাকে হারিয়ে শুরু করেছিলেন তিনি। সোনার পদক জেতার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে অপর কাজাখ প্রতিদ্বন্দ্বী করিনা ইব্রাগিমোভার বিরুদ্ধে নামবেন তিনি। আর পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তথা অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী মেরি কমকে এখনও পর্যন্ত রিংয়েই নামতে হয়নি। ৪৮ কেজি ফ্লাইওয়েট বিভাগের টাইয়ে ওয়াকওভার পেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। তাই ফিটনেস সমস্যা কাটিয়ে ফিরতে চলা মেরি কম তরতাজা হয়েই সেমিফাইনালের লড়াইয়ে নামবেন। সম্প্রতি ফিটনেসের সামান্য সমস্যায় এশিয়ান গেমসে নামা হয়নি তার। অপর ভারতীয় রিতু গ্রেওয়ালও পদক জয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন শেষ চারে পৌঁছে। যদিও সীমা পুনিয়া, ফিলাও বাসুমাত্রায়ে ও শশী চোপড়া হেরে পদকের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন।

বাইক রেসে জনসন

ব্রিসবেন, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাইশ গজে বহু যুদ্ধ জিতেছেন শুধু গতিতে ভর করে। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ফের একবার গতির লড়াইয়ে নামছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার মিচেল জনসন। সপ্তাহের শেষে ফরমুলা ১০০০ সিরিজে বাইক রেসে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর। জনসন বলেন, 'ক্রিকেটের মতো বাইক রেসেও অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হবে। সেটাই আমাকে টেনেছে। চ্যারিটি উপলক্ষ্যে একবার রেসে নেমেছিলাম, তারপর আর ছাড়তে পারিনি। পার্থের একটি সংস্থা আমাকে টেকনিকাল ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। খুব ভালো প্রস্তুতি হয়েছে। এখন ট্র্যাকে নামার তর সইছে না।'

সতীর্থ রোনাল্ডোয় মজে ডিবালা

রোনাল্ডোর জন্যই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেভারিট জুভেন্তাস : দেল পিয়েরো

তুরিন, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সামনের সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে চলেছে নতুন মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের আসর। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনেই ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জুভেন্তাস। চলতি মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্তাসে যোগ দিলেও এখনও পর্যন্ত গোলের দেখা পাননি পোর্তুগিজ তারকা। স্বভাবতই রোনাল্ডোর ফর্ম নিয়ে উদ্বিগ্ন সমর্থক থেকে ক্লাব কর্তারা। তবে রোনাল্ডো অফ ফর্মে থাকলেও ইউরোপ সেরার দৌড়ে জুভেন্তাসকে এগিয়ে রাখছেন ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার দেল পিয়েরো।

জুভেন্তাসকে এগিয়ে রাখার পিছনে রোনাল্ডো–ফ্যাক্টরই দেখছেন প্রাক্তন 'ওল্ড লেডি' তারকা। শেষ তিনবছর রিয়াল মাদ্রিদ জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইউরোপ সেরার মঞ্চে রিয়াল মাদ্রিদের এই দাপটের পিছনে প্রাক্তন রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান নয়, পোর্তুগিজ তারকার ভূমিকাই দেখছেন দেল পিয়েরো। তিনি জানান, 'কোচ হিসেবে জিদান অসাধ্যসাধন করেছে ঠিকই। কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব হত না যদি না ও রোনাল্ডোকে পেত। আমার মনে হয়, এবার জুভেন্তাসের জার্সিতেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সেরা ছন্দে দেখা যাবে রোনাল্ডোকে।' তবে শুধু জুভেন্তাস নয়, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যান সিটি, পিএসজি এবং নাপোলিকেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের দৌড়ে রাখছেন পিয়েরো।

এদিকে, তুরিনে সতীর্থ রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলা চুটিয়ে উপভোগ করছেন আর্জেন্টাইন তারকা পাওলো ডিবালা। দেশের জার্সি গায়ে লিওনেল মেসির সঙ্গে খেলেছেন ডিবালা। ক্লাব জার্সিতে আবার তাঁর সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বের সেরা দুই ফুটবলারের সতীর্থ হওয়াটাকে সৌভাগ্যের বলে মনে করছেন ২৪ বছরের আর্জেন্টাইন তারকা। জুভেন্তাসে অল্প কয়েকদিনের অনুশীলনেই রোনাল্ডোর সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ডিবালার। সিআরসেভেন প্রসঙ্গে কথা উঠতেই উচ্ছ্বসিত শোনাল আর্জেন্টাইন তারকাকে। ডিবালা জানান, 'সাজঘরে রোনাল্ডোর উপস্থিতি উপভোগ করছি। সতীর্থ হিসেবে রোনাল্ডো দুর্দান্ত। ওর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়ে থাকি।' চিয়েভোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট পোর্তুগিজ তারকার পাশে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে ডিবালার। তবে পরের দুই ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবেই তাঁকে ব্যবহার করেছেন জুভেন্তাস কোচ মাসমিলিয়ানো আলেগ্রি। পর্যাপ্ত সুযোগ না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে আর্জেন্টাইন তারকার। সূত্রের খবর, জানুয়ারিতে ট্রান্সফার উইন্ডো খুললে জুভেন্তাস ছাড়তে পারেন ডিবালা। তবে আপাতত সতীর্থ রোনাল্ডোর সঙ্গে খেলা উপভোগ করে যেতে চান তিনি।

গণেশ বন্দনায় শচীন–ব্রেট লি

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে উৎসবের মেজাজ বাণিজ্য নগরী মুম্বই–এ। প্রতিদিনের ব্যস্ততা ভুলে সবার মন সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনায়। পিছিয়ে নেই ভারতের ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার। নিজের বাড়িতে আয়োজিত পুজোর ছবি ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন গড অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট। শুধু শচীন নন, সমর্থকদের গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানান শিখর ধাওয়ান থেকে ভিভিএস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র শেহবাগের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বরা। এদিকে, গণেশ চতুর্থীতে ভিন্ন মেজাজে পাওয়া গেল প্রাক্তন অসি পেসার ব্রেট লি–কে। মুম্বই–এর ঐতিহ্যবাহী গণেশ সেবা মণ্ডলে সম্পূর্ণ ভারতীয় পোশাকে উপস্থিত হয়েছিলেন লি। শুধু ক্রিকেটাররাই নন, গণেশ বন্দনায় শামিল হতে দেখা গিয়েছে ববিতা ফোগত, যোগেশ্বর দত্তদের মধ্যে অ্যাথলিটদেরও।

টালিগঞ্জ–মহমেডান ম্যাচ সরল বারাসতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবারের টালিগঞ্জ ম্যাচ মহমেডান মাঠ থেকে সরিয়ে বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে করার সিদ্ধান্ত নিল আইএফএ। বৃষ্টির জন্য এমনিতেই মহমেডানের মাঠের অবস্থা শোচনীয়। কাদা মাঠে অনুশীলন করা নিয়ে বেশ সমস্যায় সাদা–কালোর ফুটবলাররা। লিগে এখনও তিনটি ম্যাচ বাকি রয়েছে মহমেডানের। তার মধ্যে শনিবার নিজেদের ঘরের মাঠে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল সাদা–কালো শিবিরের। তারপর মোহনবাগান এবং কাস্টমসের বিরুদ্ধে খেলবে রঘু নন্দীর দল। বুধবার কাস্টমসকে হারিয়ে লিগ ইতিমধ্যেই ঘরে তুলেছে মোহনবাগান। ফলে লিগ জয়ের কোনো আশাই বেঁচে নেই ময়দানের অপর দুই প্রধানের কাছে। তবে, শেষ তিন ম্যাচে জিততে পারলে রানার্স হয়ে লিগ অভিযান শেষ করার হাতছানি রয়েছে মহমেডানের সামনে।

এদিকে, নিজেদের মাঠ থেকে টালিগঞ্জ ম্যাচ সরিয়ে বারাসতে করায় বেজায় চটেছেন সাদা–কালো কোচ রঘু নন্দী। মহমেডান মাঠ ম্যাচ আয়োজনের পক্ষে অযোগ্য, তা স্বীকার করে নিলেও শনিবারের ম্যাচ বারাসতের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে করা নিয়ে আপত্তি রয়েছে কোচ রঘুর। ক্ষোভের সুরেই রঘু জানান, 'আমাদের মাঠে ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব নয়। মাঠ খেলার পক্ষে উপযুক্ত নয়। শেষ তিন ম্যাচে ভালো ফল করতে পারলে আমরা ভালো জায়গায় শেষ করব, সেটা মাথায় রেখে ম্যাচ অন্যত্র আয়োজনের আবেদন জানিয়েছিলাম। তবে বারাসতের মাঠও ভালো নয়। ওখানের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে খেললে ফুটবলারদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ম্যাচটা কল্যাণীতে খেলতে দিলে সবথেকে ভালো হত।' একইসঙ্গে, ম্যাচ সাড়ে চারটের পরিবর্তে দুপুর আড়াইটেতে করা নিয়েও নিজের আপত্তির কথা জানান মহমেডান কোচ। আইএফএ অবশ্য জানিয়েছে, মহমেডান কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই টালি–মহমেডান ম্যাচ বারাসতে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাসপেন্ড হতে পারেন সুখদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সাসপেন্ড হতে চলেছেন সুখদেব সিং। কলকাতা লিগের পর তাকে আই লিগের শুরুতেও পাচ্ছে না মোহনবাগান। সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেও আরও কিছুটা সময় নিতে চায় এআইএফএফ।

আইনি বিষয় দেখেশুনেই জানান হবে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের কথা। সম্ভবত তাকে চার মাসের জন্য বহিষ্কার করা হবে। যার অর্থ ৩১ জানুয়ারির পরই একমাত্র সবুজ–মেরুন জার্সি গায়ে চাপাতে পারবেন এই পাঞ্জাবি স্টপার। মরশুমের শুরুতে তিনি যে মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিপত্রেও সই করেন তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। ফলে তাকে সাসপেন্ড করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই ফেডারেশনের কাছে। তবে যেহেতু তিনি মোহনবাগানে নিজে খেলতে ইচ্ছুক, তাই তাকে শেষপর্যন্ত তাদের হয়েই খেলার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে তা অবশ্য সাসপেনশনের সময়সীমা পার হলে।

এদিকে, আগামী আই লিগে ফের দেখা যাবে চার্চিল ব্রাদার্সকে। ফেডারেশনের ইমার্জেন্সি কমিটি এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু সিদ্ধান্ত জানান বাকি। মূলত, ওয়েস্টার্ন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে কোনো দল থাকবে না বলেই চার্চিলকে রেখে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। তাছাড়া আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আইএসএলে খেলবে এবং ইন্ডিয়ান অ্যারোজ দলটা নাও থাকতে পারে। ফলে আই লিগের কাঠামো নতুনকরে তৈরি করতে দল প্রয়োজন বলেই এই সিদ্ধান্ত বলে ফেডারেশনেরই এক সুত্র থেকে জানা গিয়েছে।